অতন্দ্র প্রহরী

মাহমুদা রুনু

যদি দিনান্তে অতন্দ্র এক প্রহরী খোঁজ,
যদি সপ্নগুলো সত্যির স্লাইডে
বাধতে ইচ্ছে হয় ।
তবে তোমাকে আসতে হবে
উত্তরের মঙ্গা-আক্রান্ত
অজ-গায়ের শ্রান্ত জীর্ন কুটিরে ।

একজন ষোড়শী যুবা -
লাল চেলি আর চুড়ির নিক্কন ভেঙ্গে
হাতে তুলে নিয়েছিলো লৌহ হাতিয়ার
৩৭ বছর আগের এক কাল রাত্রিতে ।
শাড়ির লাল আচল ছিড়ে
বেয়নেটে গাথা পতাকা হাতে
ছুটে যায় ——
সে কোন অপ্রতিরোধ্য বিবেক ?
যার প্রবল বেগে ঘর হোয়ে যায় দেশ
দেশ হয় প্রকান্ড একটি ঘর ।
আর বিবেক হানে শত্রু ।
আজ জীবনের সায়াহ্নে
বীরশ্রেষ্ঠা বৃদ্ধার ললাটের বলীরেখায়
টানে প্রশ্ন ।
কোথায় সেই বিবেক?
কোথায় সেই অপ্রতিরোধ্য দেশপ্রেম?
মংগাক্রান্ত রাহেলা বেওয়া
ধিক্কারে কুকরে যায়,
হানাদারের শেলের চেয়েও শতগুন বড় শেল
বেধে বুকের মধ্যিখানে ।
এ কোন বাংলাদেশ?
এ কোন বাঙ্গালী?

একাত্তরের ধরিত্রি মাতা
তোমার আরো একবার জেগে ওঠার সময়
হোয়েছে ——
দুর্দম বেগে জড়ো কর
তোমার
মুক্তিসেনার দল।
মৃত্যুর আগে একবার, শুধু একবার
আবার শুনতে চাই
সেই ডাক ——।

স্বদেশী হানাদার রুখতে আরো একবার
জেগে ওঠো মুক্তিসেনার দল ।
আমার বুকের শেষ রক্তটুকু আজও
ধরে রেখেছি
রাজাকারমুক্ত মাটিতে লাল সুর্য্য
আকবো বলে।
আমি বীরাঙ্গনা রাহেলা বেওয়া ।

আমি বীরশ্রেষ্ঠা হোতে চাইনি
চেয়েছিলাম ——
বীর বাঙ্গালী পদদৃপ্ত সবুজ প্রান্তর ।
হানাদারহীন স্বদেশের জন্য
দেশকে করেছি ঘর ।
আমার অন্য নেই, বস্ত্র নেই, নেই বাসস্থান ।
এই দেশ আমার ঘর,
এই লতাগুল্ম আমার খাদ্য,
এই হিজলতলা আমার বাস ।
বেঁচে আছি স্বল্পায়ুধরে।
একবার চিৎকার করে বলো তোমরা সবাই
‘‘এই পবিত্রভুমিতে -
একটিও রাজাকার নেই ।
একজনও স্বদেশী হানাদার নেই ।‘‘
আমাকে এই ছোট্ট একটি সুসংবাদ দাও ।
আমি অতন্দ্র প্রহরী জেগে আছি
সময়ের অপর্যাপ্ত সংকুলানে ।

তোমার স্বপ্নের স্লাইডে আমি বাস্তব রাহেলা বেওয়া
যুদ্ধজয়ী বীরনারী ।
তোমাদের বাস্তব বহু ক্রোশ দুরে
আমাদের সংগ্রামী চেতনার চৈতন্য থেকে ।
আমি সেই অতন্দ্র প্রহরী ——
যাকে তোমরা খোঁজ সিনেমার স্লাইডে ধরার জন্য,
আমি সেই অতন্দ্র প্রহরী ——-
যাকে তোমরা খোঁজ মার্চে আর ডিসেম্বরে ।
সেটাই আমার অহংকার ।
আমার বুকের শেষ রক্তটুকু আজও
ধরে রেখেছি
রাজাকারমুক্ত মাটিতে লাল সুর্য্য
আকবো বলে।
আমার সহযোদ্ধার রক্তস্নাত মাটিতে ।

যে নবপ্রজন্ম আজ আমায়
সিনেমার স্লাইডে নিতে চাও -
আমার অবশিষ্ট আছে, এখনো যথেষ্ট বলিষ্ঠ চেতনা ।
আমি তোমার বুকে দিতে চাই ‘‘হে নবকুমার‘‘
জেগে ওঠো, জেগে ওঠো ।

নক্ষত্রের রাত তোমার দিকে চেয়ে আছে,
দিনের প্রদিপ্ত সুর্য্য তোমার প্রতিক্ষায়,
দুখিনী জননী বুকের আগল খুলে প্রতিক্ষিত,
জেগে ওঠো একুশ শতকের প্রেরনায় ।
স্বদেশী হানাদার আর
জীবিত রাজাকারের বংশ নির্মুল করো,
নির্বংশ করো ।
স্বপ্নের স্লাইড থেকে আনো সত্যিকার
লাল সবুজের প্রাংগন ।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮